যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ

# Presentation on:

## ক) প্রাচীন ভারতে সাংবাদিকতা

## খ) গুপ্তচর চক্র থেকে ডাকঘর

প্রাপক,

**দেলোয়ার হোসেন**
প্রভাষক
যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

**গ্রুপঃ হাড়িয়াভাঙ্গা**

মোহাম্মদ ইফতেখারুর রহমান সাইমুম- 15407071
মোহাম্মদ আবু বাসেদ- 15407036
আতিক উল্লাহ- 15407057
রিংকী রাণী সোম- 15407050
মোঃ আব্দুল মোমিন- 15407076
ফৌজিয়া হোসাইন- 15407059
মোহাম্মদ আলী আহসান চৌধুরী- 15407073
কামরুল ইসলাম- 15407028
মনসুর আলম শিপন- 15407033

5/20/2015

# প্রাচীন ভারতে সাংবাদিকতা

# ভারতবর্ষের পরিচয়

ভারতবর্ষ। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এর ভৌগোলিক সীমারেখা মোটামুটি অপরিবর্তিত। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা ভারত উপমহাদেশকে এশিয়া মহাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ-পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান পর্বত উপমহাদেশকে একদিকে আফগানিস্তান, পারস্য প্রভৃতি অঞ্চল হতে এবং অপরদিকে ব্রহ্মদেশ(বর্তমান মায়ানমার) হতে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। অপর তিনদিকে - পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে ভারতবর্ষ আরবসাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। হিমালয় হতে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভূখণ্ড প্রাচীন হিন্দুদের নিকট ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল - অর্থাৎ, পুরাণে বর্ণিত 'ভরত রাজার দেশ'। প্রাচীন হিন্দু বিশ্বতত্ত্ববিদরা এই ভূখণ্ডকে 'জম্বুদ্বীপ' নামক বৃহত্তর ভূখণ্ডের একটি অংশ হিসেবে অভিহিত করতেন।
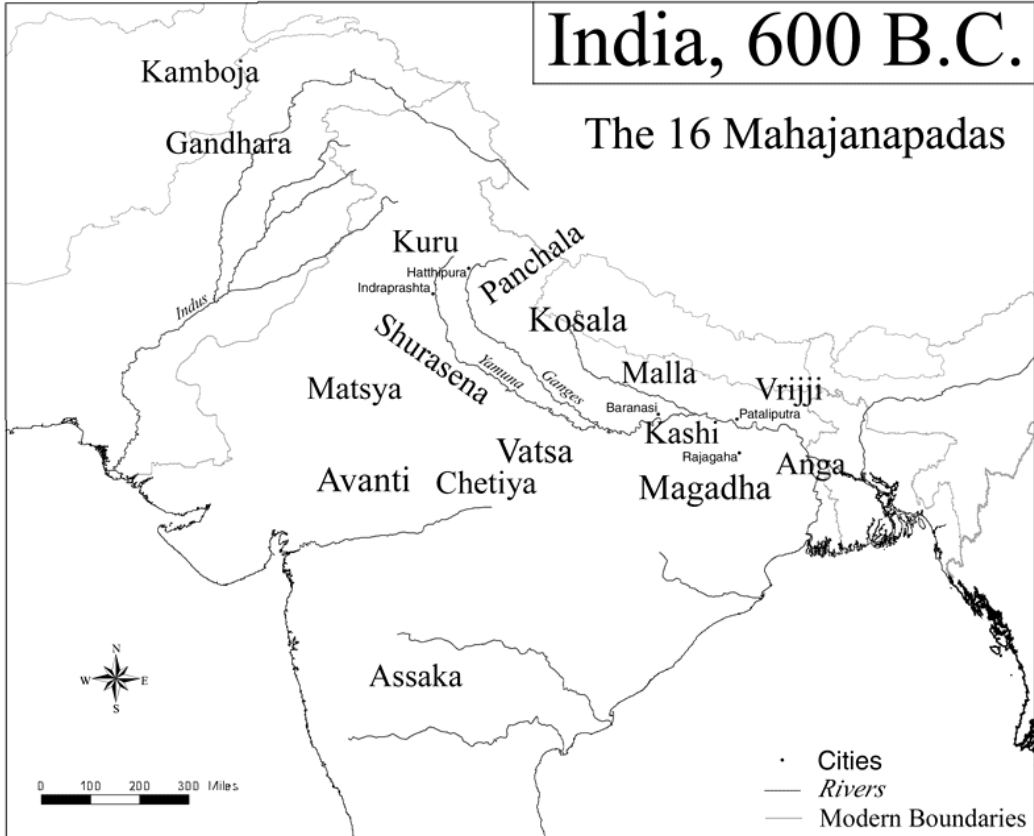
ভারতের ভৌগোলিক আর ঐতিহাসিক সীমারেখা কিন্তু এক নয়। যেমন: ক্ষেত্রবিশেষে ভারতের দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রে অবস্থিত বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জগুলো কখনো কখনো আলোচনায় উঠে আসে। ঠিক এমনটাই ঘটেছে রামায়ণে। সিংহল(বর্তমান শ্রীলংকা) অবস্থানগতভাবে ভারতের মূল ভূখণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে।

# মহাকাব্য সাহিত্য(Epics)

প্রাচীন ভারতের মহাকাব্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হলো মহাভারত ও রামায়ণ। তৎকালীন মুনি-ঋষিদের মধ্যে এই মহাকাব্যদ্বয় শ্রুতিরূপে পরম্পরাক্রমে চলে আসছিলো। এরই প্রমাণ পাই মহাভারতে উগ্রশ্রবার বক্তব্যে,

**"কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বেও বলে গেছেন, এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কবিরাও বলবেন।"**

গ্রন্থাকারে এই দুটি কাব্য লিপিবদ্ধ হয় বহু পরে, অনেকের মতে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক হতে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। অপরদিকে উইন্টারনিজের(Winternitz) মতে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ হতে তৃতীয় শতকের মধ্যেই কাব্যদ্বয় সংকলিত হয়েছিল। পন্ডিতগণের মতে, মহাকাব্য দুটির মূল কাহিনী এবং গ্রন্থদুটির অন্তর্ভুক্ত বহু উপাখ্যান নিঃসন্দেহে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধের সময়কার।

মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু হলো পান্ডব ও কৌরবের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব সজ্ঞাতের কাহিনী যার পরিণতি ঘটে আঠারো দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে।

অপরপক্ষে রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে দুষ্ট রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃতা প্রিয়তমা স্ত্রী সীতাকে উদ্ধারের জন্য রামের লংকা অভিযান।

উত্তরপুরুষের কাছে বংশপরম্পরায় এই দুই মহাকাব্য প্রাচীন ভারতের দুটি খাঁটি বিশ্বকোষ হয়ে থেকেছে। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগে গ্রন্থদুটির খ্যাতি ভারতের চতুঃসীমার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, তা বিস্তৃত হয়েছিল পূর্ব ও

দক্ষিণ এশিয়ায়, দূর এবং মধ্যপ্রাচ্যেও। এযুগে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাতেও মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বীটোফেন, হাইনে, রোঁদ্যা, বেলিনস্কি, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এবং নেহেরুসহ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সংস্কৃতির বহু বিশিষ্ট প্রবক্তা মহাকাব্যদ্বয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এই দুই মহাকাব্যের উপাখ্যানাদি ভারতের সবচেয়ে প্রিয় কাব্য-কাহিনীগুলোর অন্তর্ভুক্ত থেকে গিয়েছে।

## প্রাচীন ভারতে কি সাংবাদিকতার অস্তিত্ব ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে সাংবাদিকতার সংজ্ঞা জানা থাকা জরুরী। Oxford Dictionary of Journalism-এ বলা হয়েছে-

“A set of practices through which information is found out and communicated.”

-[A Dictionary of Journalism by Tony Harcup, Oxford University Press 2014]

এবারে আমরা সাংবাদিকতা সম্পর্কিত অভিধাসমূহের উৎপত্তিকাল নিম্নে দেখতে পাচ্ছি-

| | |
|---|---|
| 1549 | Journal |
| 1665 | Journalist |
| 1833 | **Journalism** |

এ ক্ষেত্রে মনে হতে পারে এর পূর্বে সাংবাদিকতা ছিল কিনা? তার উত্তর , হ্যাঁ ছিল। কিভাবে? সাংবাদিকতার কেন্দ্র বিন্দু হল সংবাদ। সংবাদ আর সাংবাদিকতার মাঝে তৃতীয় বস্তু সাংবাদিক। অনেকের মতে মাধ্যম ছাড়া সাংবাদিকতা হয়না। একথাটি সত্য নয়, কেননা কোন সাংবাদিক যদি সংবাদ প্রকাশ না করে তা কি সাংবাদিকতা হবে? অবশ্যই না। মূল বিষয় হলো সংবাদ প্রকাশ যা আমরা ২৫০০ বছর পূর্বের প্রাচীন ভারতে দেখতে পাই। এখন মানুষ কাপড় পড়ে তাই এরা মানুষ আর আগে যারা কাপড় পড়তোনা তারা কি মানুষ নয়? বিষয় টা এমনই। পার্থক্য হলো এখন কোন সরকারি বিজ্ঞপ্তি রেডিও বা টিভির মাধ্যমে প্রকাশ হয়ে আর তখন ঘোষকরা তা ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ করতো। এখন দ্রুত সংবাদ প্রকাশে টিভি ব্যবহার হয় আর তখন তার জন্যে কিছুদূর পর পর সরাইখানা স্থাপন করা হতো এবং এক জায়গা হতে আরেক জায়গায় এক লোক সে সংবাদ নিয়ে যেত। অনুরূপ, এখন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় আর তখন শহরের নির্দিষ্ট দেয়ালে তা ছাপিয়ে দেওয়া হত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, গ্রীক, রোমান, মিশরীয় কিংবা ব্যাবিলনীয় ইত্যাদি সমস্ত প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসেই এধরণের সাংবাদিকতাসুলভ কর্মকাণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়।

# রামায়ণের ঘটনা

ত্রিভূবনে অবাধে বিচরণ করেন দেবর্ষি নারদ। যেখানে যান সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করে তা যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দেন। একদা তিনি গেলেন বাল্মীকির কাছে। বাল্মীকি তার কাছে পৃথিবীর সর্বগুণান্বিত রাজার খোঁজ ও তার কীর্তি সম্পর্কে জানতে চান। তখন নারদ তাকে রামচন্দ্র সম্পর্কে বললেন।আর তার সব কীর্তি গাঁথা নিয়ে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন।

রামায়ণের ঘটনার মাঝে অন্যতম হলো রামের বনবাস যাপন ও সেখান থেকে সীতার অপহরণ এবং লংকা থেকে সীতাকে উদ্ধার।

যেকোনো এক ঘটনায় রাজা দশরথ রামকে বনবাসে পাঠায়। অনিচ্ছা সত্যেও সীতাকে তার সাথে নিতে হয়। আর যাত্রাপথে তাদের সাথি হন সুমন্ত্র।যে ফিরে এসে সবাইকে তাদের খোঁজ জানায়।

কিছুদিন পর রাবণ কর্তৃক সীতা অপহৃত হয় এবং তাকে লংকায় নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক রামভক্ত বানর থেকে রাম এ খবর পায় আর তাদের প্রধান সুগ্রীব এর সাথে পরিচিত হয়। বানররাজা সুগ্রীব তার অতি নিকটস্থ সহচর হনুমানকে পাঠায় লংকার খোঁজ নিতে। হনুমান সীতার সাথে কথা বলে আর সব তথ্য নিয়ে ফিরে আসে। রাম এবং রাবণের যুদ্ধ হয়, যুদ্ধের পূর্বে রাবণ কিছু মিথ্যা গুজব ছড়ায়। যার বিপরীত সত্যটি সরমা প্রকাশ করে এবং যুদ্ধের সব সংবাদ সে সীতার কাছে পৌঁছায়।যুদ্ধে রাম জয়ী হয় এবং সীতাকে নিয়ে ফিরে আসে।

# রামায়ণের চরিত্র বিশ্লেষণ

নারদ সব জায়গায় গিয়ে খবর সংগ্রহ করে আনে। বাল্মীকি জানতে চাইলে তার কাছে রাম ও তার গুণাগুণ বলে। এক্ষেত্রে সে রিপোর্টার আবার সে নিশ্চয়ই সব একা সংগ্রহ করেনি বরং অন্য অনেকের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে এসব নিয়ে বাল্মীকিকে জানায়। তাই তাকে রিপোর্টার এর পাশাপাশি সাব-এডিটর ও বলা যায়।

বাল্মীকি

বাল্মীকি সব তথ্য নিয়ে রামায়ণ রচনা করেন। এক্ষেত্রে তাকে বার্তা-সম্পাদক এর ভূমিকায় দেখা যায়। আধুনিক সংবাদপত্রের ন্যায় রামায়ণেও একজন পৃষ্ঠপোষক পাওয়া যায়। আর সে হলো ব্রহ্মা। এছাড়াও লব ও কুশ কে প্রচারকের ভূমিকায় দেখা যায়।উপরের আলোচনা থেকে রামায়ণে রিপোর্টার, সাব-এডিটর, বার্তা-সম্পাদক, পৃষ্ঠপোষক এবং প্রচারকের অস্তিত্ব পাই। এতে করে রামায়ণ কে সংবাদপত্র বলাই যায়।
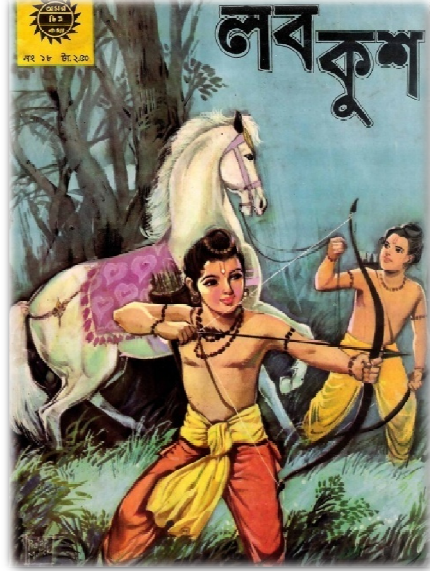
এর আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-আজকাল ভিআইপিরা কোথাও গেলে তাদের সাথে অনেক সাংবাদিক যায় এবং তারা ঐ ব্যক্তির সব খবর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। রামায়ণে সুমন্ত্র ঠিক এক কাজ করে। সেও রামের বনবাস যাত্রার সাথী হয় আর কিছুদূর যাওয়ার পর ফিরে এসে মনের সব আবেগ ঝেড়ে সবার কাছে সত্য সংবাদ পৌঁছে দেয়। এ থেকে সুমন্ত্রর মাঝে যোগ্য সাংবাদিকের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ।

সীতা অপহরণের পর রাম সুগ্রীব এর কাছে যায় । সুগ্রীব তার যোগ্য লোকদের[যাদের রিপোর্টার বলা যায়] বাছাই করে যোগ্য লংকায় সীতার খোঁজে পাঠায়। এক্ষেত্রে সুগ্রীব নিজেকে একজন সুযোগ্য বার্তা-সম্পাদক হিসেবে তুলে ধরে।আজকাল সাংবাদিকদের যেমন প্রেস-কার্ড থাকে তেমনি হনুমানও রামের দেওয়া আংটিকে প্রেস-কার্ড হিসেবে ব্যবহার করে সীতার সাথে কথা বলে এবং সব তথ্য নিয়ে ফিরে আসে।যুদ্ধের পূর্বে রাবণ মিথ্যা গুজব ছড়ালে সরমা তার বিপরীত সত্য প্রকাশ করে এবং সীতার কাছে যুদ্ধের খবর পৌঁছে দিয়ে প্রথম নারী সাংবাদিক ও ওয়ার করেস্পন্ডেন্স এর স্বীকৃতি পায়। এখানেও আমরা সুগ্রীব [বার্তা-সম্পাদক] , হনুমান [রিপোর্টার], সরমা [ওয়ার করেস্পন্ডেন্স] এর কাণ্ড-কীর্তির মাধ্যমে সংবাদপত্রের নমুনা পাই।

# মহাভারতের ঘটনা

**মহাভারত** কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য। চন্দ্রবংশীয় কুরু-পান্ডবদের ভ্রাতৃবিদ্বেষ ও যুদ্ধ এর মূল উপজীব্য। প্রাচীন ভারতে শান্তনু নামে এক রাজা ছিলেন । পিতৃসত্য পালনের জন্য রাজা শান্তনুর পুত্র দেবব্রত বিবাহ করেন নি ও রাজ সিংহাসনে বসেন নি। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁকে ভীষ্ম বলা হয়। ভীষ্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য রাজত্ব চালান। তাঁর ছিল দুইপুত্র- ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু । জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ায় পাণ্ডু রাজা হন। কিন্তু পাণ্ডুর অকাল মৃত্যুর পর রাজত্ব ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে আসে। সেখান থেকেই শুরু হয় মহাভারতের মহাবিরোধ। কে রাজা হবেন-পাণ্ডুর পুত্র না ধৃতরাষ্ট্রের ? শুরু হয় হিংসা, ষড়যন্ত্র, কপট দ্যূতক্রীড়া, বনবাস ইত্যাদি।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা (দুর্যোধনাদি শতভাই) প্রপিতামহ কুরুর নামানুসারে কুরু বা কৌরব এবং পান্ডুর পুত্ররা (যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভাই) পিতার নামানুসারে পান্ডব নামে পরিচিত। কাহিনীর পরিণতি অষ্টাদশ দিবসব্যাপী এক সংহারক যুদ্ধ- যাতে কুরুপক্ষের প্রধান দুর্যোধন, আর পান্ডবপক্ষের প্রধান যুধিষ্ঠির। এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে ভারতবর্ষের বহু রাজার প্রাণ যায়। নিহত হন জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনসহ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র। শেষে রাজত্ব পান জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির। কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এঁদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলে তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে কুরুপক্ষের সহায়তায় প্রধানত ছিলেন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, আর পান্ডবপক্ষে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তবে সমস্ত কাহিনীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় মূখ্য চালকের ভূমিকায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

কুরু
গঙ্গা
শান্তনু
সত্যবতী
পারাশর
ভীষ্ম
চিত্রাঙ্গদা
অম্বিকা
বিচিত্রবীর্য
অম্বালিকা
ব্যাস
ধৃতরাষ্ট্র
গান্ধারী
শকুনি
কুন্তি
পাণ্ডু
মাদ্রি
কর্ণ
যুধিষ্ঠির
ভীম
অর্জুন
সুভদ্রা
নকুল
সহদেব
দুর্যোধন
দুঃসলা
দুঃশাসন
বাকি ৯৮ পুত্র
অভিমন্যু
উত্তরা
পরীক্ষিত
জনমেজয়া
নির্দেশকঃ
পুরুষঃ নীল বর্ডার
মহিলাঃ লাল বর্ডার
পাণ্ডবঃ সবুজ বাক্স
কৌরবঃ হলুদ বাক্স
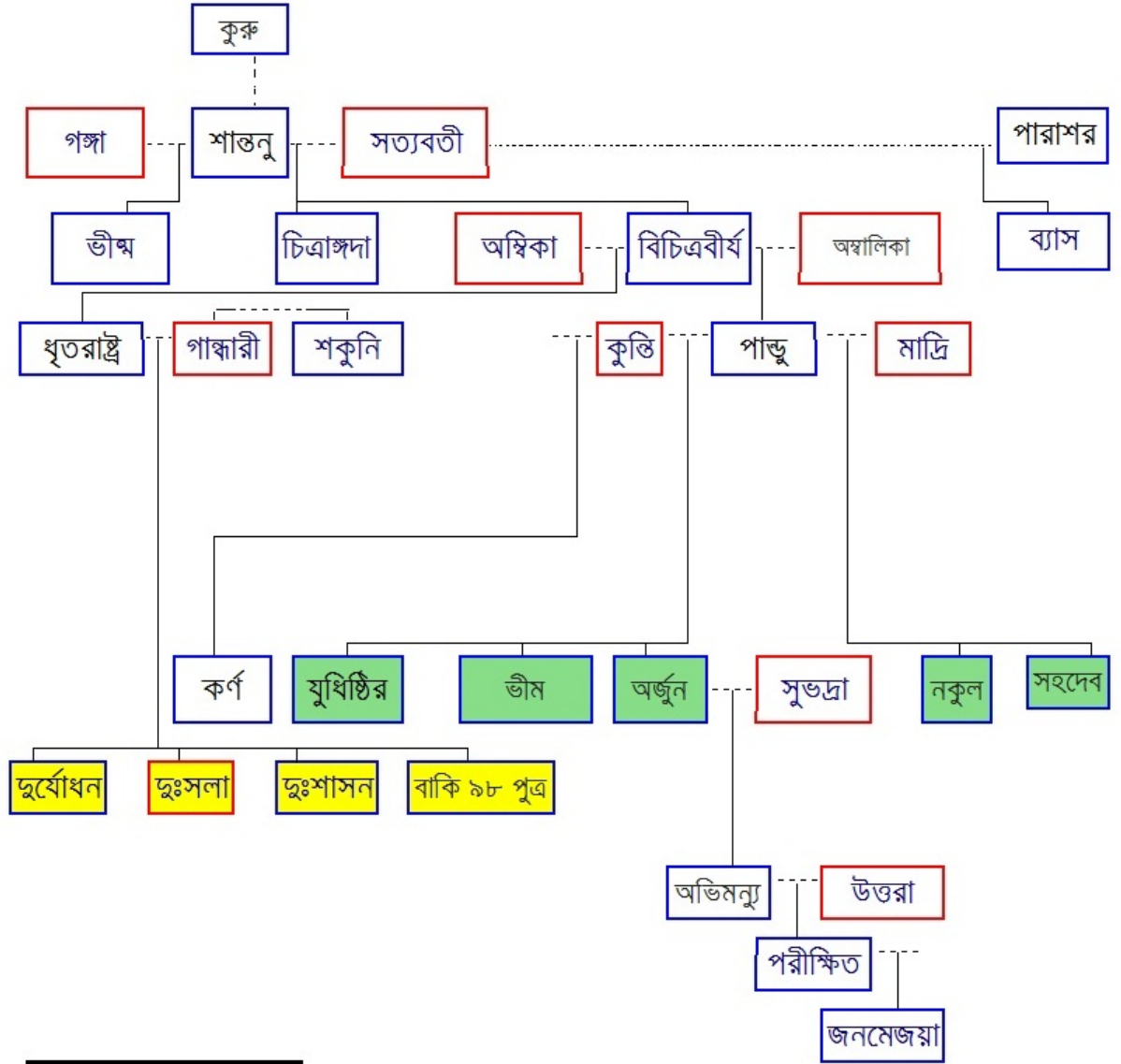
চিত্রঃ কুরু বংশলতিকা

# মহাভারতের চরিত্র বিশ্লেষণ

**উগ্রশ্রবাঃ** আজকাল যেমন আমরা কোনো সংবাদ জানতে অধীর আগ্রহে বসে থাকি, তখনকার মুনিরাও উগ্রশ্রবা সৌতি[1]র জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি পুরো ভারতের খবর এনে গোমতী নদীর তীরে ধ্যানরত সৌণক ও অন্যান্য ঋষিদের কাছে বলেন, তখনই তাঁরা মহাভারতের কথা জানতে পারেন। এখানে উগ্রশ্রবার রিপোর্টারসুলভ চরিত্র লক্ষণীয়।
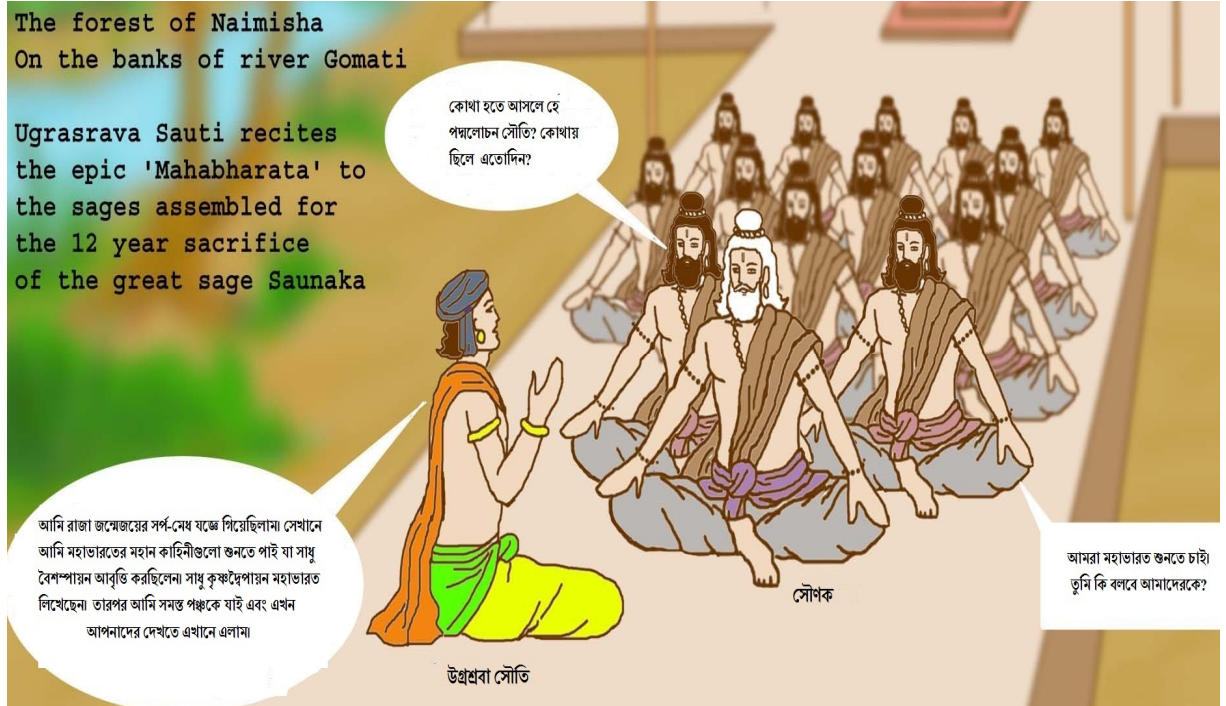
[1] উগ্রশ্রবা জাতিতে সুত। 'সুত'-এর উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। এদের কাজ পুরাণ কথন, সংবাদ আদান-প্রদান এবং সারথ্য। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ royal herald.

**সঞ্জয়ঃ** ব্যাস কর্তৃক দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত হওয়ায় সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমস্ত বর্ণনা ধৃতরাষ্ট্র এবং হস্তিনাপুরবাসীদের দিতেন যাকে একরকম লাইভ টেলিকাস্ট বলা যায়। তার মাধ্যমেই মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমগ্র চিত্র ফুটে ওঠে। তাই সঞ্জয়কে প্রথম সফল ওয়ার করেস্পন্ডেন্ট বলা চলে।

সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র

বিদুর

**বিদুরঃ** বিশেষ সাংবাদিক, তিনি অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ প্রমুখের মধ্যে হয়ে যাওয়া ক্লোজডোর কনফারেন্সের ষড়যন্ত্রের খবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন। তাঁর এই স্কুপ নিউজের ফলে পঞ্চপান্ডব অগ্নিদগ্ধ হয়ে মরার হাত থেকে বেঁচে যায়।

**কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ** ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সম্পাদক বলা চলে। কারণ তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যে নানা স্থান থেকে সূত্র, তত্ত্ব, সংবাদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে মহাভারতের মতো একটি বিশাল সংকলন গড়ে তুলেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

এছাড়াও ফ্রীল্যান্স সাংবাদিকদের মধ্যে বৃহদশ্ব, ভীষ্ম ও মার্কন্ডেয় উল্লেখযোগ্য। পুরো মহাকাব্য জুড়েই মাঝামধ্যে নারদ, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখকে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটেলারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে। আবার ইন্দ্র ও নারদের

নির্দেশে যুধিষ্ঠিরের ভ্রমণসঙ্গী লোমশ নামক মুনিকে পাওয়া গিয়েছে ট্রাভেল-জার্নালিস্টের ভূমিকায়। এভাবেই পুরো মহাভারত জুড়েই নানা চরিত্রের মাঝে সাংবাদিকতার সফল রূপ চিত্রায়িত হয়েছে।

## রামায়ণ ও মহাভারত কেন সাহিত্য হিসেবে বেশি পরিচিত?

সংবাদপত্রের প্রধান কাজসমূহ হলো .........

- সংবাদ সংগ্রহ ও লেখা
- সংবাদ সম্পাদন
- বিজ্ঞাপন প্রকাশ
- গণসংযোগ
- বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা
- দলিল সংগ্রহ
- কার্টুন ও ব্যঙ্গ চিত্র আঁকা
- দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ

এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে ..........

- ফিচার লেখা
- ইনভেস্টিগেটিং রিপোর্ট
- প্রবন্ধ লেখা
- গল্প আকারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ করা

যা সংবাদ পাঠকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলছে আর তার সাথে সাথে সাহিত্যের সঙ্গে তার দূরত্ব ও কমছে। সাংবাদিকতার ব্যাপকতর অভিধায় সাহিত্যের সাথে বিস্তর তফাৎ থাকলেও এ দু'য়ের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। সাহিত্যিক যেমন তথ্য ছাড়া সাহিত্য রচনা করতে পারেনা তেমনি লেখা মার্জিত না হলে তা মানুষের নজর কাড়েনা। তাই মাঝে মাঝে সাংবাদিকদের লেখা হয়ে উঠে সাহিত্যকর্ম। এ জিনিষটি ঘটে রামায়ণ আর মহাভারতে।রামায়ণে শুধু সংবাদ নয় , তার রচনায় মাধুর্য, সঠিকত্ব, রূপসজ্জা বা লে-আউট এর সাথে সাথে সাহিত্যরস সমন্বিত ছিল। আর এতে করেই রামায়ণ সংবাদপত্র না হয়ে মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত হয়।

মহাভারতে বহু রচয়িতা পাওয়া যায়। সেখানে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থেকে শুরু করে বেদব্যাস সবাই তাদের রচনাকে মধুময় করে তোলেন। বিশেষ করে বেদব্যাসের সাহিত্য রস সৃষ্টির অপরিসীম গুনে, সুসংহত গ্রন্থনায় তা মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে।

# একনজরে রামায়ণ ও মহাভারতে সাংবাদিকতা
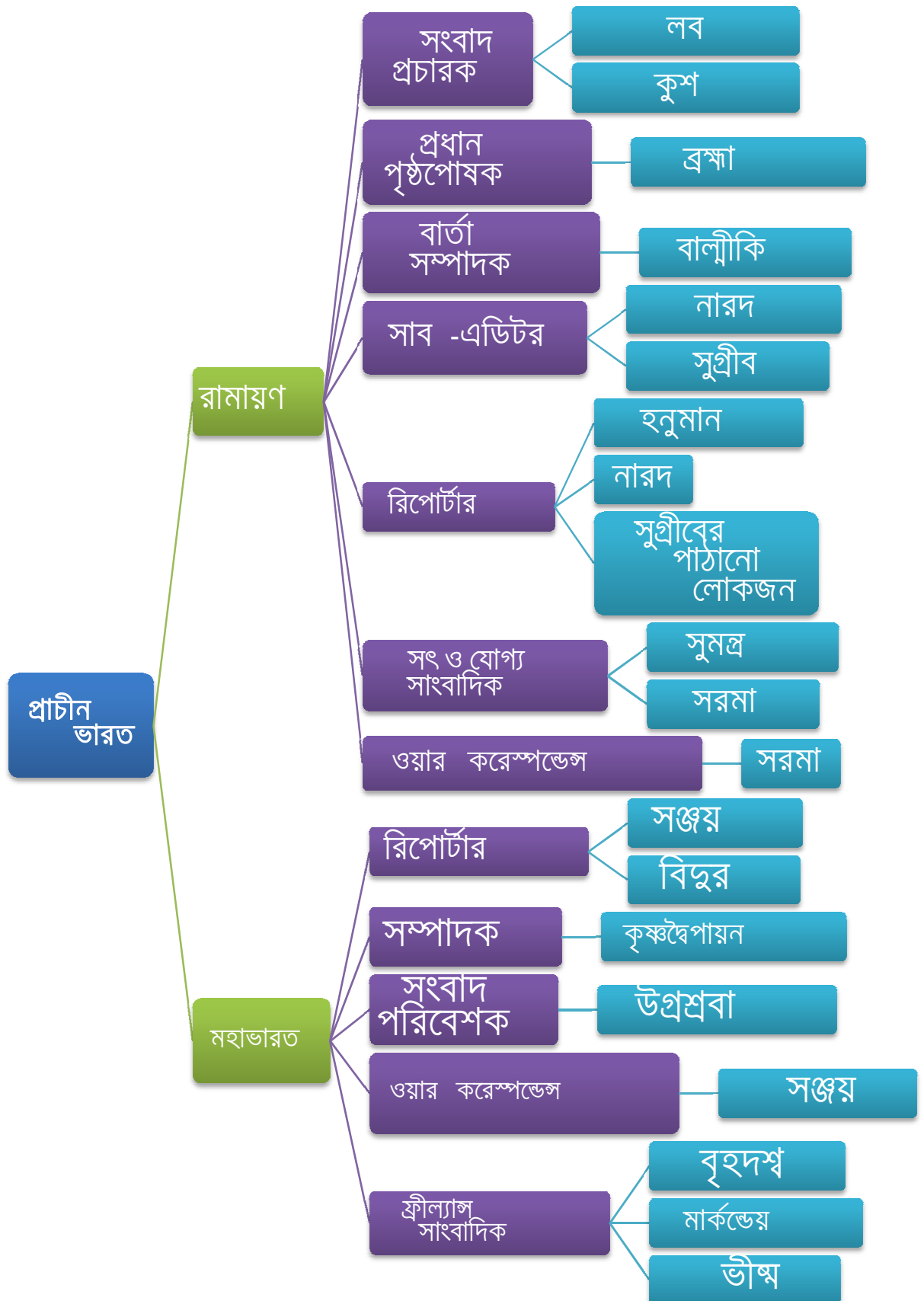
# গুপ্তচর চক্র থেকে ডাকঘর

ত্রয়োদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম ডাকব্যবস্থার প্রচলন হয়। তখন নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ডাকচৌকি স্থাপন করা হতো এবং শুধুমাত্র সরকারী গোপন কাজে সেসব ডাকচৌকি ব্যবহৃত হতো। সরকার থেকে বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত বিভিন্ন সরকারী নথি, দলিল, হুকুমনামা ইত্যাদি সিলগালা করে এক ডাকচৌকি থেকে আরেক ডাকচৌকিতে স্থানান্তরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া হতো। এ ডাকচৌকিতে যারা কাজ করতো তারা একই সাথে সংবাদ বাহকের পাশাপাশি ছিলো সংবাদ গ্রাহকও। এরা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় খবরাখবর গোপনে সংগ্রহ করে রাজার কাছে পাঠাতো, যাকে আজ আমরা গুপ্তচরবৃত্তি(Espionage) বলে জানি। এসকল খবরের ওপর ভিত্তি করেই রাজা তাঁর রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি ও কৌশলসমূহ নির্ধারণ করতেন। অতএব সংবাদ বহনের পাশাপাশি প্রতিটি ডাকচৌকি এক একটি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, চৌকির প্রত্যেক কর্মী একেকজন গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করতো। পুরো সুলতানি ও  মুঘল আমল জুড়ে এই অবস্থা চলার পর ১৭৬৬সালে লর্ড  ক্লাইভ ডাকচৌকি হতে গুপ্তচরবৃত্তি ও শুধুমাত্র সরকারী কাজে ব্যবহৃত হওয়ার রীতি তুলে দেন এবং সর্বসাধারণের খবর আদান প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এখান থেকেই গুপ্তচরবৃত্তিতে ব্যবহৃত ডাকচৌকি পরিণত হয় আধুনিক ডাকঘরে। এই বিষয়গুলো নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা ‘গুপ্তচর চক্র থেকে ডাকঘর’।

# মহীশূর প্রসঙ্গ

১৬৭২ থেকে ১৭০৪ সাল পর্যন্ত মহীশূরের রাজা ছিলেন চিকদেও। তার সময়ে ডাকচৌকিগুলো ব্যবহৃত হতো একই সাথে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে। ডাকচৌকির প্রত্যেক কর্মচারীই ছিলো একেকজন গুপ্তচর। তারা জনগণের ভেতর থেকে খবর সংগ্রহ করে রাজার কাছে পাঠাতো। এছাড়াও, ডাকচৌকিগুলো এসময়ে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় গোপন নথিপত্র চালাচালির কাজেই ব্যবহৃত হতো, এখানে সাধারণ মানুষের তেমন অংশগ্রহণ ছিলোনা। অর্থাৎ, আজকের দিনে আমরা ডাকঘর বা পোস্ট অফিস বলতে যেটা বুঝি তেমন কিছুই আসলে ছিলোনা সেটি।

# কুতুবউদ্দীন আইবেকের শাসনকালঃ ভারতে ডাকব্যবস্থার প্রচলন

১২০৬ সাল থেকে ১২১০ সাল পর্যন্ত কুতুবউদ্দীন আইবেকের শাসনকাল ছিলো। তিনি ছিলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান। তিনি তুরস্কের নিবাসী ছিলেন। তুরস্কে সেসময় ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ছিলো। অর্থাৎ, সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত দূতেরা ঘোড়ায় চড়ে এক রাজ্য হতে অন্য রাজ্যে সংবাদ বহন করতো। কুতুবউদ্দীন আইবেক ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার লক্ষ্যে তাই তুরস্কের অনুকরণে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। এটাই ছিলো প্রথমবারের মতো ভারতে ডাকব্যবস্থার গোড়াপত্তন। তিনি সংবাদের ক্ষেত্রে কিছু নতুন শব্দও চালু করেন; যেমনঃ সেসময় রাষ্ট্রীয় দূতকে বলা হতো কাসিদ, রানারকে বলা হতো ধাওয়া, ঘোড়ায় চড়ে যে সংবাদ বহন করতো তাকে বলা হতো উলা।

# আলাউদ্দীন খলজীর শাসনামলঃ ডাকচৌকি স্থাপন

কুতুবউদ্দীন আইবেকের পর ডাকব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবরতন আনেন আলাউদ্দিন খলজী। তিনিই উপমহাদেশে প্রথম ডাকচৌকি স্থাপন করেন। রাজ্যের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ডাকচৌকি বসানো হলো, যেন সেই অঞ্চলের খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য সম্রাটের নিকট পৌঁছাতে পারে। এর কারণ ছিলো, সম্রাট ছিলেন মুসলমান কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিলো হিন্দু। তারা সম্রাটের শাসনকে কিভাবে নিচ্ছে, কেউ বিদ্রোহ করতে চাইছে কিনা কিংবা তাদের মাঝে কোনো অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে কিনা, তারা সম্রাটের শাসনে খুশি কিনা এসব ব্যাপার জানা সম্রাটের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলো। এছাড়াও, সেনাবাহিনীকে অনেক সময় যুদ্ধে অথবা রাষ্ট্রীয় কাজে নানা স্থানে পাঠাতে হতো। সেনাদল ঠিকমত পৌঁছেছে কিনা, সেনাদলের কোনো দাবী-দাওয়া-আক্ষেপ-অভিযোগ আছে কিনা, তারা যুদ্ধ করার জন্য সার্বিকভাবে প্রস্তুত কিনা এসব জানা সম্রাটের জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিলো। সমগ্র রাজত্বের খবরাখবর একইসাথে সংগ্রহ ও পৌঁছানো অসম্ভব ছিলো বলেই তিনি রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে ডাকচৌকি স্থাপন করেন এবং ডাকচৌকির সংবাদকর্মীদের গুপ্তচরবৃত্তির কাজেও নিয়োজিত করেন। উল্লেখ্য, কুতুবউদ্দীন আইবেক কেবলমাত্র ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন। আলাউদ্দীন খলজী এর পাশাপাশি পদাতিক ডাকেরও প্রচলন করেন।

# মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামলঃ রানারের উদ্ভব

১৩২৫-১৩৫১ সাল পর্যন্ত মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন দিল্লীর সুলতান। তিনি ভারতীয় ডাকব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনিই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকব্যবস্থাকে দুই অংশে বিভক্ত করেনঃ অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী। উভয় বাহিনীর জন্য পৃথক পৃথক প্রশাসনিক কাঠামোর সৃষ্টি করা হয়। আগে ঘোড়ায় চড়ে দূতেরা সম্রাটের নিরদেশে রাজ্য হতে রাজ্যান্তরে সংবাদ বহন করতেন। এবার থেকে নতুন আরেকটি পদ সৃষ্টি হলো, তা হচ্ছে 'রানার'। এই পদাতিক বাহিনীর জন্য প্রতি তিন মাইল পরপর একটি করে ডাকচৌকি ছিলো। প্রতিটি ডাকচৌকিতে তিনটি করে তাঁবু থাকতো, এগুলোতে রানাররা বাস করতো। এক ডাকচৌকি থেকে রানাররা সংবাদ নিয়ে আরেক ডাকচৌকিতে পৌঁছে দিতো, সেখান থেকে একই প্রক্রিয়ায় পরে আরেক চৌকিতে এভাবে রানাররা রাজ্যজুড়ে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ করতো।

প্রত্যেক রানারের সঙ্গে থাকতো একটি করে দেড় গজ লম্বা লাঠি এবং তার মাথায় বাঁধা থাকতো একটি পিতলের তৈরি ঘন্টা। রানাররা ছুটার সময় ঐ পিতলের ঘন্টায় শব্দ সৃষ্টি হতো এবং অনেক দূর থেকেই তাদের আগমন জানা যেতো। এতে করে পরবর্তী চৌকির রানাররা প্রস্তুত হয়ে যেতো এবং পূর্ববর্তী রানার পৌঁছামাত্রই তার কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে পরের চৌকির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তো(অনেকটা আজকের দিনের রিলে দৌড়ের মতো)। এভাবে সংবাদ ক্রমান্বয়ে পরিবহনের ফলে সিন্ধু থেকে দিল্লী পর্যন্ত পৌছাতে আগে

যেখানে লাগতো পঞ্চাশ দিন, তুঘলকের আমলে সেই সময় কমে দাঁড়ায় মাত্র পাঁচদিনে। এতে করে রাষ্ট্র পরিচালনা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে পড়ে।

# শেরশাহের শাসনামলঃ

## রানারের বিলুপ্তি এবং ঘোড়ার ডাকের পূর্ণাঙ্গ প্রচলন

কুতুবউদ্দীন আইবেক, আলাউদ্দীন খলজী কিংবা মুহম্মদ বিন তুঘলক প্রত্যেকের সময়েই ঘোড়ার ডাক চালু থাকলেও ডাকব্যবস্থার কাজে তা খুব কমই ব্যবহার করা হতো। মূলত পদাতিক বাহিনীর মাধ্যমেই ডাক সংক্রান্ত বেশিরভাগ কাজ সারা হতো। ১৫৩৮ থেকে ১৫৪৫ সাল পর্যন্ত শেরশাহ রানারের প্রথা সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেন এবং একমাত্র ঘোড়ার ডাকের সাহায্যেই ডাক ব্যবস্থার প্রচলন করেন। বর্তমান বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত তিনি প্রায় ৪৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণ করেন, যা গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত ছিলো। তিনি এই মহাসড়কের পাশে দুই মাইল পর পর একটি করে সরাইখানা স্থাপন করেন যেগুলো ডাকচৌকি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তিনি এরকম প্রায় ১৭০০টি ডাকচৌকি স্থাপন করেন এবং ৩৪০০জন বার্তাবাহক নিয়োগ করেন। এসকল ডাকচৌকির প্রধানকে বলা হতো **দারোগা-ই ডাকচৌকি**। এভাবে মুঘল আমলে ডাক ব্যবস্থার সর্বাধিক উন্নতি করেন শেরশাহ।

# ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনঃ আধুনিক ডাকব্যবস্থার প্রচলন
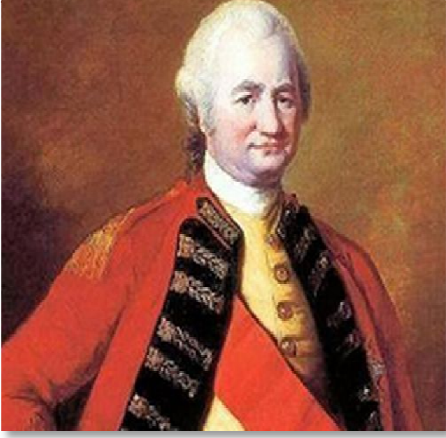
লর্ড ক্লাইভ

১৭৬৬ সালে রবার্ট ক্লাইভ প্রথম ডাকব্যবস্থায় সংস্কার নিয়ে আসেন। ডাকব্যবস্থা থেকে তিনি গুপ্তচরবৃত্তিকে পৃথক করেন এবং ডাকব্যবস্থাকে শুধুমাত্র সরকারী কাজে ব্যবহারের পরিবর্তে জনসাধারণের ব্যবহারের কাজেও নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ১৭৭৪ সালের ১৭ই মার্চ কলকাতায় সর্বপ্রথম জিপিও(General Post Office) স্থাপন করা হয়। এসময়ে ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে মাত্র দুই আনা খরচে বাংলার মধ্যে ১৬০ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৮১ সালে কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডাক পাঠাতে লাগতো ৪০ টাকা, সময় লাগতো ৬০ দিন এবং ঢাকা পর্যন্ত ডাক পাঠাতে লাগতো ২৯ টাকা, সময় লাগতো প্রায় ৩৭ দিন।
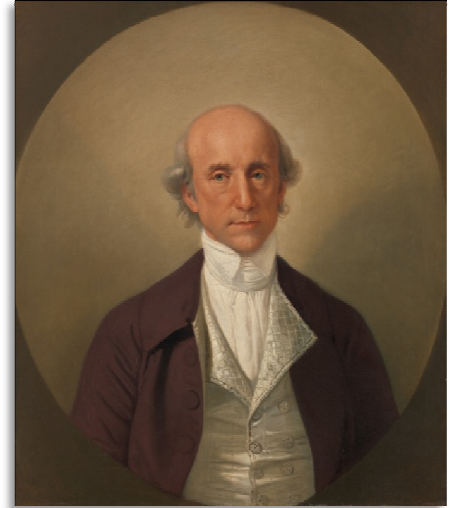
ওয়ারেন হেস্টিংস

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোগো

এভাবেই ধীরে ধীরে ১৭৮৫ সালে পার্সেল ব্যবস্থা চালু, ১৮৭৯ সালে পোস্টকার্ড চালু, ১৮৫৬ সালে লেটার বক্স বা চিঠি ফেলার বাক্স স্থাপন, ১৮৮০ সালে মানি অর্ডার ব্যবস্থা চালু, ১৮৮৩ সালে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা উদ্ভাবন, ১৯৩৩ সালে ঢাকা-কোলকাতা রুটে বিমানযোগে ডাক প্রেরণ সুবিধা চালু, ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের নিজস্ব ডাকবিভাগ চালু এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সাথে সাথে বাংলাদেশ ডাকবিভাগের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই অতীতের সুলতানী আমলের গুপ্তচর চক্র কালের আবর্তনে বিবর্তিত হতে হতে আজকের দিনের আধুনিক বাংলাদেশি ডাকঘরের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

# একনজরে গুপ্তচর চক্র থেকে ডাকঘর

## কুতুবউদ্দীন আইবেকের শাসনকাল

- ভারতবর্ষে প্রথম ডাকব্যবস্থার প্রচলন
- তুরস্কের অনুকরণে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন

## আলাউদ্দীন খলজীর শাসনামল

- প্রথমবারের মতো ডাকচৌকি স্থাপন
- ডাকচৌকিগুলো সংবাদ পরিবহনের পাশাপাশি গুপ্তচরবৃত্তিতেও ব্যবহৃত হতো
- ঘোড়ার ডাকের পাশাপাশি পদাতিক ডাকেরও প্রচলন ঘটে

## মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনামল

- ডাকব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে রানারের প্রচলন করেন
- তখন রানারদের জন্য প্রতি তিন মাইল পরপর একটি করে ডাকচৌকি ছিলো
- রানার পদ্ধতির প্রচলনের ফলে সংবাদ পরিবহনে নতুন গতিসঞ্চার হয়

## শেরশাহের শাসনামল

- রানার প্রথা তুলে দেন এবং পূর্ণাঙ্গরূপে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন ঘটান
- শেরশাহ সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত প্রায় ৪৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করেন
- এই মহাসড়কের পাশে দুই মাইল পর পর একটি করে সরাইখানা স্থাপন করেন
- প্রায় ১৭০০টি ডাকচৌকি স্থাপন করেন এবং ৩৪০০জন বার্তাবাহক নিয়োগ করা হয়
- ডাকচৌকির প্রধানকে বলা হতো দারোগা-ই ডাকচৌকি

## ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন

- ১৭৬৬ সালে রবার্ট ক্লাইভ প্রথম ডাকব্যবস্থাকে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন
- ১৭৭৪ সালের ১৭ই মার্চ কলকাতায় সর্বপ্রথম জিপিও(General Post Office) স্থাপন করা হয়
- ১৭৮৫ সালে পার্সেল ব্যবস্থা চালু করা হয়
- ১৮৭৯ সালে পোস্টকার্ড চালু করা হয়
- ১৮৫৬ সালে লেটার বক্স বা চিঠি ফেলার বাক্স স্থাপিত হয়
- ১৮৮০ সালে মানি অর্ডার ব্যবস্থা চালু করা হয়
- ১৮৮৩ সালে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়
- ১৯৩৩ সালে ঢাকা-কোলকাতা রুটে বিমানযোগে ডাক প্রেরণ সুবিধা চালু হয়
- ১৯৪৮ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের নিজস্ব ডাকবিভাগ চালু হয়
- ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনের সাথে সাথে বাংলাদেশ ডাকবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়

# সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. ভারতের সংবাদপত্র – তারাপদ পাল

২. ভারতের ইতিহাস – শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়

৩. ভারতবর্ষের ইতিহাস – কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোনগার্দ-লেভিন
ও গ্রিগোরি কতোভস্কি

4. History of India – Narendra Krishna Sinha & Anil Chandra Banerjee

5. History of Indian Literature, Vol . 1 – Winternitz

6. A Dictionary of Journalism by Tony Harcup, Oxford University Press

৭. শ্রীমদ্ভগবতগীতা

৮. বাংলাপিডিয়া অনলাইন